[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে সড়কের জমি দখলের প্রতিযোগীতা!

মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার স্থাপনা। দোকানপাট, রেস্তোরা, ওয়ার্কসপসহ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিপনীবিতান। এ যেন সরকারি জমি দখলের এক প্রতিযোগীতা। কোন কোন স্থাপনা মূল সড়কের উপরেই চলে এসেছে। স্থানীয় ক্ষমতাসিনদের খুশি করে চলছে এইসব দোকান পাট। শুধু দোকানপাটই না পুরানো গাড়ি, ইট, বালু, পাথরে সড়কের অধিকাংশ জমিই দখলে। সড়ক বিভাগ থেকে বার বার নোটিশ দেওয়া হলেও কর্ণপাত করেনা কেউই। অজানা কারণে সড়কের জমি দখলমুক্ত করার তেমন উদ্যোগও নেই সড়ক বিভাগের।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজের) কর্মকর্তাদের উদাসিনতার কারণেই বেদখল হয়ে যাচ্ছে সওজের সরকারি জমি। ইতোমধ্যে সেখানেও তৈরি হয়েছে অবৈধ দখলবাজদের একটি ভুইফোড় সংগঠন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর মুজিবনগর, মেহেরপুর কাথুলী ভায়া গাংনী-হেমায়েতপুর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশ দখল করে গড়ে তুলেছে দোকানপাট। এইসব সড়কের জমির মালিক সড়ক বিভাগ ও জেলা পরিষদ। তবে বেশ কিছু জমিতে জেলা পরিষদের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে দোকানপাট। যে গুলো থেকে নিয়মিত ভাড়া তোলে জেলা পরিষদ কতৃপক্ষ। কিন্তু সড়ক বিভাগের জায়গায় রয়েছে প্রচুর অবৈধ স্থাপনা। যাদের কোথাও কোন ধরণের ট্যাক্স বা ভাড়া দেওয়া লাগে না।

এইসব অবৈধ স্থাপনার কারণে চলাচলেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। শামীম রেজা, তুহিনসহ বেশ কয়েকজন ট্রাকচালক বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও সওজ কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটিয়ে চলছে তাদের ব্যবসা। ২০১৪ সালের ১২ জুলাই কলেজ মোড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস মোড় ঘুরতে গিয়ে আছড়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী হোটেলে। যেটি অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল। এ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৪ জন, আহত হন আরও ৩৬ জন। এ কারণে সে সময় সড়কের ধারে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য একপ্রকার আন্দোলন করেন স্থানীয় অনেকেই। সওজ ও স্থানীয় প্রশাসন সে সময় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু পরবির্ততে পুনরায় আবার তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্থাপনা।

অবৈধভাবে দোকান চালানোদের মধ্যে ইমন স্টোরের মালিক ইমাদুল ইসলাম, ইসলামীয়া হোটেলের মালিক সামসুল ইসলাম, ইয়ারুল হোটেলের মালিক ইয়ারুল ইসলাম জানান পেটের দায়ে এখানে দোকানপাট তৈরি করেছি। বেচাকেনা করে আমাদের সংসার চলে। প্রশাসন নোটিশ দিয়েছে কিন্তু আমরা কেউই নোটিশের উত্তর দেইনি। এক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই বলার নেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী তুষার কান্তি পরমাণি জানান, আমরা ইতোমধ্যে যে সব অবৈধ স্থাপনা আছে তাদের নোটিশ দিয়েছি। এছাড়াও প্রায় শতাধিক দখলবাজদের বিরুদ্ধে মামলা চলমান আছে।

সড়ক বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকোশলী সুলতান মাহমুদ জানান, আমরা এইসব অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেবো। খুলনা বিভাগীয় প্রকোশলী ইতোমধ্যে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। করোনার প্রাদুর্ভাবে এই অভিযানটা পরিচালনা করা হয়নি। তবে নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আমরা অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

এ বিষয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, প্রধান সড়কের পাশে যেসব জমি আছে সেগুলো জেলা পরিষদেও পক্ষ থেকেই দেখভাল করা হয়। সেখান থেকে নিয়মিত ভাড়া তোলা হয়। কোন অবৈধ স্থাপনা জেলা পরিষদের জায়গায় নেই।

গাংনীর দেবীপুরে মাস্ক বিতরণ

“প্রতিরোধই প্রতিকার” এই স্লোগান নিয়ে বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর বাজারে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার দেবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বসা সাপ্তাহিক হাটে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের হাতে প্রায় ৫ শতাধিক মাস্ক তুলে দেওয়া হয়।

এসময় জিয়া সকলকে মাস্ক ব্যবহারের আহব্বান করেন। তার পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন।

তিনি আরো বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলকে সচতেন হতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে এর কোন বিকল্প নেই। নিজে সুস্থ থাকুন পরিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখুন। জিয়ার মাস্ক বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেয় দেবীপুর গ্রামের রিন্টু সহ অনেকে। এর আগে বালিয়াঘাট গ্রামের সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মোঃ খোয়াজ ইসলাম
(৩০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকষ আভিযানিক দল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন কল্যাণপুর বেলতলা এলাকার রাস্তার উপর’ একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ৪৭৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার কল্যাণপুর বটতলা এলাকার মোঃ খায়রুল মন্ডলের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার (সহকারী পুলিশ সুপার) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত। বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

কোটচাঁদপুর সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা শাহিনুরের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) শাহিনুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিয়ত সাধারণ গ্রাহকের সাথে অসাদচরণ এখন নিত্ত নৈমত্তিক ব্যাপার।

কখনও কখনও তিনি গ্রাহকদের সাথে মারমুখী আচরণও করছেন। তার অসাদচরণের বিষয়ে শাখা ব্যবস্থপাককে অবহিত করেও কোন ফলোদয় হয়নি। বরং বাধাহীন ভাবেই তিনি গ্রাহক হয়রানী করে চলেছেন। অভিযুক্ত শাহিনুর রহমানের বাড়ি শহর সংলগ্ন উপজেলার কাগমারী গ্রামের মোল্লা পাড়ায়। বর্তমানে তিনি পৌর শহরের হাসপাতাল পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। যে কারণে তিনি সাধারণ গ্রাহকদেরকে তোয়াক্কা করছেন না।

অভিযোগ রয়েছে, গত বৃহস্পতিবার (০৩সেপ্টেম্বর) সকালে জনৈক গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে সোনালী ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে যান। গ্রাহক বিদ্যুৎ বিলের কপি জমা দেওয়ার সময় টাকা বের করতে সামান্য বিলম্ব হতেই বেয়াদব বলে ধমক দেন। ঘটনার সাথে সাথে উক্ত গ্রাহক বিষয়টির জোর প্রতিবাদ জানালে সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) শাহিনুর রহমান মারমুখী হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা বিষয়টির সম্মান জনক সমাধানের আশ্বাস দিলেও সমাধানের এখনও পর্যন্ত কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয় নি। বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলামকে জানালে তিনি বলেন, শাহিনুর রহমান স্থানীয় লোক। এইজন্য একটু আধটু দাপট দেখিয়েছে।

প্রসঙ্গগতঃ এই শাহিনুর রহমান মহেশপুর শাখায় চাকুরীরত অবস্থায় ব্যাংকের ভিতরে গ্রাহকদের সাথে হাতাহাতি করার মত ঘটনাও ঘটিয়েছেন। এ ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক ঝিনাইদহের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) দীপেন্দু দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, শাহিনুর রহমানের বিরুদ্ধে এর আগেও সাধারণ গ্রাহকের সাথে অসাদচরণের অভিযোগ রয়েছে। আমি তাকে সাবধানও করেছিলাম। তবে আবারও যখন এমন ঘটনা ঘটিয়েছে সে ক্ষেত্রে বিষটি নিয়ে নিশ্চয়ই আমি ভাববো।

কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মাইনুল হোসেন নিখিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশের নির্দেশে সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে কুষ্টিয়ার শহর শাখার যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে, ২০১৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগে আশরাফুজ্জামান সুজনকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো: ওমর ফারুক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

আলমডাঙ্গায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারিদের সহায়তা দিতে

মতবিনিময়

উপজেলাব্যাপী গ্রামের ছোট ছোট দুগ্ধ খামারি ও পোল্ট্রি খামারিদের জন্য করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আর্থিক সুবিধার ঘোষণা দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর সরকারি এই অনুদান সুফলভোগিদের মাঝে বিতরণ করবে। রবিবার বিকালে আলমডাঙ্গা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফির সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কবলে আজ বিশ্ব অর্থনীতি। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। দেশের অন্যান্য এলাকার মত আমাদের উপজেলাতেও তৃণমূল পর্যায়ে অনেক ছোট ছোট দুগ্ধখামারি ও পোল্ট্রি খামারি রয়েছে যারা করোনাকালীন আর্থিক মন্দায় পড়েছেন। সরকার এইসব ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের আর্থিক সহায়তা করতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের মাঝে আর্থিক অনুদান বন্টন করবে। শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সুফলভোগীদের যাচাইবাছাই করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্টি খামারিদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নির্বাচন করে সরকারি আর্থিক সহায়তা দেব। এ জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আরও রয়েছেন সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য ভেটেরিনারী নার্জন, উপজেলা মৎস কর্মকর্তা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন

কর্মকর্তা।

এই কমিটি তৃণমূল থেকে নিজস্ব লোকবল দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নাম সংগ্রহ করবে। এরপর অধিকতর বাচাইবাছাইয়ের মাধ্যমে সুফলভোগিদের নির্বাচন করা হবে। এ ক্ষেত্রে সুফলভোগিদের হাতে হাতে নগদ টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বিকাশ বা তদরূপ মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে।

কৃষি ব্যাংকের ঋণ করিয়ে দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি ব্যাংকে ঋণ করে দেওয়ার নামে শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে নজিমউদ্দিন(৪৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত নজিমুদ্দিন উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে। এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীরা জানিয়েছে, রামনগর, ভবানীপুর, নওদা ও মটমুড়া গ্রামের শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কৃষি ব্যাংকে ঋণ করিয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে নজিমউদ্দিন। এজন্য প্রতিদিনি পাওনাদাররা টাকা ফেরত পেতে নজিমদ্দীনের বাড়িতে ধরনা ধরে।

আজ কাল করে হয়রানী করছে নজিমদ্দীন। এমনকি নজিমউদ্দিনের মোবাইলে ফোন দিলেও সে ফোন রিসিভ করে না। ভুক্তভোগী রামনগর গ্রামের আজগর আলী জানান, পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের আগে আমাকে কৃষি ঋণ করে দেওয়ার নামে নজিমউদ্দিন ৩হাজার ৫’শ ও আমার জমির দলিল নিয়েছে। টাকা ও জমির দলিল ফেরত দিচ্ছে না।

আরেক ভুক্তভোগী ভবানীপুর গ্রামের লালটু হোসেন জানান, আমাকে কৃষি ব্যাংকে ঋণ করিয়ে দেওয়ার প্রলোভনে আমার কাছ থেকে দফায় দফায় ৪২ হাজার টাকা নিয়েছে। সে আমার টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করছে। প্রথমে নজিমদ্দীন তার দ্বায় অস্বীকার করে। পরে সে তার দ্বায় স্বীকার করে বলে, আমি কৃষি ব্যাংকে ঋণ করে দেওয়ার জন্য টাকা

নিয়েছি। আমি সেই টাকা জুয়া খেলায় হেরে গেছি।

তাদের টাকা কখন ফেরত দেবে সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে সে বলে, আমার যখন সুবিধা মনে হবে তখন আমি টাকা ফেরত দিব। নজিমউদ্দিনের ছেলে তারিক জানান, আমার বাবা কৃষি ব্যাংকের ঋণ করে দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েছে, তাতে আপনাদের(সাংবাদিকের) সমস্যা কোথায়।

স্থানীয় মেম্বর হাবিল উদ্দিন জানান, আমি জানি নজিমউদ্দিন কৃষি ব্যাংকে ঋণ করে দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছে। কিন্তুু কতজনের কাছে থেকে টাকা নিয়েছে আমার জানা নেই। আমাকে বেশ কয়েক জন জানিয়েছে নজিমউদ্দিন কৃষি ব্যাংকে ঋণ করে দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছে। সেই টাকা চাইতে গেলে সময়ের পর সময় দিয়ে আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিষয়টি আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি, সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৬৩ জন

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে গাংনীতে ১ জন এবং ১মুজিবনগরে জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৬৩ জনে।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৭ টি রিপোটের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৬৬২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৭৮ জন। এর মধ্যে সদরে ২৭, গাংনী ৩৪, মুজিবনগরে ১৭ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। তার মধ্যে সদরে ৭, গাংনী- ৫, মুজিবনগর
- ১)। সুস্থ হয়েছেন ৪২৯ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪০জনকে।

পজিটিভদের পরিচয়
১, গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের আমজাদ হোসেন ৬০
২, মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুরের গোলাম মর্তজা ৩১
৩, মেহেরপুর সদর খাঁ পাড়ার ফিরোজ খান ৬৪

কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়ার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি কে এম আতাউল হাকিম লালমিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

মেহেরপুর শহর হোটেল বাজার মোড়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের নেতৃত্বে আতাউল হাকিম লালমিয়ার মরদেহ কে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় । গার্ড অব অনার প্রদান শেষে মেহেরপুর হোটেল বাজারের প্রধান সড়কেই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মরহুমের ছোট ভাই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কে এম ফজলুল করিম খোকন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আব্দুল হালিম, মরহুমের কনিষ্ঠপুত্র সাব-ইন্সপেক্টর ইকো, বিএটিবির ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।

পরে জানাজা শেষে মেহেরপুর শহরের পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযা ও দাফন কার্যে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল হক, জেলা

স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক পৌর মেয়র মোতাছিম বিল্লাহ সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেন।